Questions no. 20. স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

উওর:

স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনা (SJGSY) একটি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত গ্রামীণ উন্নয়নমূলক প্রকল্প, যা দরিদ্র গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নত করতে এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে ১৯৯৯ সালের ১ এপ্রিল চালু করা হয়েছিল। এই যোজনার মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধির জন্য এমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে তারা স্ব-নির্ভর হয়ে উঠতে পারে। এটি মুলত দরিদ্র পরিবারগুলোকে সংগঠিত করে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা সমবায় গোষ্ঠীর মাধ্যমে স্থায়ী আয়ের পথ তৈরি করতে সহায়তা করে।

এই যোজনার মূল উদ্দেশ্যঃ

1. দারিদ্র্য দূরীকরণ: দরিদ্র পরিবারের জন্য আয়ের সুযোগ তৈরি করা, যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে।
2. নারীর ক্ষমতায়ন: গ্রামীণ মহিলাদেরকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত করে আয়ের সুযোগ তৈরি করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা বাড়ানো।
3. দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি: স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং আত্মনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
4. আর্থিক সহায়তা প্রদান: গরিব পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের ব্যবসা বা আয়-বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দেওয়া।

যোজনার কার্যপদ্ধতি:

1. স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন: গ্রামের দরিদ্র পরিবারদের নিয়ে একটি বা একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠী (Self-Help Group, SHG) গঠন করা হয়। এসব গোষ্ঠীতে

সদস্যরা নিজেরা নিজেদের সহায়তা করে এবং মিলে মিশে কাজ করে আয়ের পথ তৈরি করে।

2. আর্থিক সহায়তা ও ব্যাংক ঋণ: প্রাথমিক অবস্থায় গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য একটি ক্ষুদ্র তহবিল তৈরি করা হয়। এছাড়াও সরকার এবং ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়, যাতে তারা ব্যবসা শুরু করতে পারে।

3. প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন: গোষ্ঠীর সদস্যদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণ তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে এবং নিজেদের কাজ পরিচালনায় সহায়ক হয়।

4. বিপণন সহায়তা: উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করণে সহায়তা করা হয়, যাতে তারা তাদের পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারে।

5. উন্নয়ন পরিকল্পনা: স্থানীয় প্রয়োজন এবং সম্পদের উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গোষ্ঠী বা ব্যক্তি উদ্যোগে কাজের প্রকল্প নির্ধারণ করা হয়।

এই প্রকল্পের সাফল্য এবং সীমাবদ্ধতাঃ

সাফল্য:

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান।

গ্রামীণ এলাকায় আত্মনির্ভর কাজের প্রসার।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো আয়-বর্ধক কাজ যেমন ক্ষুদ্র শিল্প, পশুপালন, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি পরিচালনা করে।

সীমাবদ্ধতা:

অনেক ক্ষেত্রেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা আর্থিক শিক্ষা বা বিপণনের কৌশল সম্পর্কে অবগত নন, ফলে অনেক সময় সঠিকভাবে আয় করতে সমস্যায় পড়ে।

প্রশাসনিক জটিলতা ও দুর্নীতি এই প্রকল্পের কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত করে।

গ্রামের দরিদ্র মানুষদের প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং দক্ষতার অভাবও অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে।

পরবর্তীতে পরিবর্তন: ২০১১ সালে SJGSY-এর পরিবর্তে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (National Rural Livelihoods Mission, NRLM) চালু করা হয়। NRLM এই প্রকল্পের একটি উন্নত সংস্করণ, যা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আরও বৃহৎ পরিসরে আয়-বর্ধক কাজের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে।